সমকাল

তারিখ 06 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

উস্কানিদাতা ৮ শিক্ষক চিহ্নিত ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

গ্রেফতার ডিলস

■ রাজশাহী বুরো/রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে হামলার ঘটনায় জড়িত ছাত্রলীগ নেতাদের গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। তবে ওই হামলায় অস্ত্র হাতে অংশ নেওয়া ছাত্রলীগ নেতা দেলোয়ার হোসেন ডিলসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মতিহার থানা পুলিশ গতকাল বুধবার বিকেলে নগরীর ভেড়িপাড়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে। ডিলস রাবি ছাত্রলীগের সহসভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী। ২ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ নেতারা যখন অস্ত্র হাতে হামলা চালায়, তখন তাদের সঙ্গে ডিলসকেও আক্রমণ চালাতে দেখা গেছে। এদিকে, তদন্ত কমিটি রাবিতে সহিংসতার উস্কানিদাতা হিসেবে আট ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

উস্কানিদাতা ৮ শিক্ষক চিহ্নিত

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

শিক্ষককে চিহ্নিত করেছে। নগরীর মতিহার থানার ওসি শামসুর নুর সমকালকে জানান, গতকাল বিকেল ৪টার দিকে নগরীর ভেড়িপাড়া এলাকা থেকে দেলোয়ার হোসেনকে আটক করা হয়। আটকের পর তাকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশের দায়ের করা বেআইনি সমাবেশ, মারামারি, সরকারি কাজে বাধাদান ও ভাংচুরের অভিযোগ এবং বিস্ফোরক আইনে চারটি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ওই দিন প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে হামলার আগে থাকা রাবি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শামসুজ্জামান ইমন ও ফয়সাল আহম্মেদ রুনু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান পলাশ ও নাসিম আহম্মেদ সেতু, পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক মুস্তাকিন বিল্লাহ ও আগের কমিটির নেতা সুদীপ্ত সালামকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। এমনকি তাদের নামে এখন পর্যন্ত থানায় কোনো মামলাও হয়নি।

ওসি শামসুর নুর জানান, সহিংসতার পর প্রাথমিক তথ্যানুযায়ী মামলাগুলো হয়েছে। এখন যাদের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। ওই ছাত্রলীগ নেতাদের গ্রেফতারে পুলিশ মাঠে কাজ করছে বলেও তিনি দাবি করেন। এদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংসতার ঘটনা তদন্তে কাজ শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন করা তদন্ত কমিটি। তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. খালেকুজ্জামান বিকেলে কমিটির অন্যান্য সদস্যকে নিয়ে বৈঠক করেন। পাঁচ সদস্যের কমিটির অন্যরা হলেন– রসায়ন বিভাগের শিক্ষক নজরুল ইসলাম, ফলিত গণিত বিভাগের অধ্যাপক শামসুল আলম সরকার, সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ইব্রাহিম হোসেন এবং কমিটির সদস্য সচিব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক এত্তাজুল হক।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংসতার উস্কানিদাতা হিসেবে আট শিক্ষককে চিহ্নিত করেছে তদন্ত কমিটি। তারা সবাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাক্কা কোর্সের বিরোধী হিসেবে পরিচিত। তবে তদন্ত কমিটির প্রধান অধ্যাপক খালেকুজ্জামান জানান, উস্কানিদাতা হিসেবে প্রাথমিকভাবে কয়েকজন শিক্ষককে চিহ্নিত করা হয়েছে। আরও খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। সে সঙ্গে ওই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। এরপর উপাচার্যের কাছে তাদের প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

তদন্ত কমিটির এক সদস্য জানান, উস্কানিদাতা হিসেবে দর্শন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক এসএম আবু বক্কর, ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মলয় ভৌমিক, পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষক ড. আবু নাসের, নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক বখতিয়ার আহমেদ, ফোকলোরের শিক্ষক সুস্মিতা চক্রবর্তী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক সেলিম রেজা নিউটন, কাজী মামুন হায়দার রানা ও বাংলা বিভাগের শিক্ষক ড. একেএম মাসুদ রাজাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ওই শিক্ষকরা লাইব্রেরির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে উস্কানি দিয়েছেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের সহিংসতায় মদদ দিয়েছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য চৌধুরী সরওয়ার জাহান জানান, তদন্ত কমিটি এখনও তাদের রিপোর্ট জমা দেয়নি। ফলে উস্কানিদাতা হিসেবে কোনো শিক্ষকের নাম তদন্তে এলে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।